ইএসডিও বার্তা

★ বর্ষ ২য়
★ সংখ্যা ০৩
★ এপ্রিল-মে-জুন, বিশেষ সংখ্যা ২০১৮

ইএসডিও’র তিন দশক পূর্তি উৎসব

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই.....নহে কিছু মহীয়ান

গণমানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আরও বৃদ্ধি পাবে- এমন আশাবাদ

‘পারস্পারিক ভেদাভেদমুক্ত, মানুষের ক্ষুধা-দারিদ্র্যতামুক্ত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ’। এমনই বিশ্বাস নিয়ে ত্রিশ বছর আগে ঠাকুরগাঁও জেলায় গড়ে উঠেছিল ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশ (ইএসডিও)। হাঁটি হাঁটি করে ইতিমধ্যে সংস্থাটি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। যার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ৮ থেকে ১০ এপ্রিল ইএসডিও’র প্রধান কার্যালয়ে (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জমকালো সব আয়োজনে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এসে জড়ো হয়েছিলেন দেশ বরেণ্য সকল ব্যক্তিবর্গ। এই উৎসবে ছিল উত্তরাঞ্চালের বিভিন্ন পেশার মানুষের স্ববান্ধব উপস্থিতি। অনুষ্ঠানের বক্তারা ইএসডিও গণমানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়টি উল্লেখ করেন। সংস্থাটির এই মানব সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেও এ সময় আশা প্রকাশ করেন তারা। ইএসডিও’র ৩০ বছর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর থিম সং ছিল- ‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে.... আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে’। ‘ইএসডিও’র তিন দশক, স্থায়ীত্বে তিন দশক’ ছিল ৩০ বছর পূর্তি উৎসবের স্লোগান। ইএসডিও’র ৩০ বছর পূর্তি উৎসবের আয়োজন হিসেবে ছিল- র‍্যালী, ইএসডিও উন্নয়ন মেলা, ‘যারা সহায়তা ও সমর্থন জুগিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে, সেই উন্নয়ন অংশীদারদের ‘কৃতজ্ঞতা’ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ও ‘তৃণমূল পর্যায়ের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা গুনীজনদের সংবর্ধনা। ১৯৮৮ সালে ৩রা এপ্রিল যাত্রা শুরু করে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। এর পর নানা চড়াই- উৎরাই পেরিয়ে, নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে ৩০ বছর পার করেছে সংস্থাটি। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে দেশের অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। যা দেশের সঙ্গে বিদেশেও সুনাম কুড়িয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও কাজ শুরু করেছে ইএসডিও। *বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায়*

‘নেতৃত্ব গুণেই এগিয়েছে ইএসডিও’,
‘কাজ করছে মানব সেবায়’- ৩০ বছর পূর্তি উৎসবে বক্তারা

‘নেতৃত্ব গুণেই এগিয়েছে ইএসডিও’। ‘সংস্থাটির রয়েছে উদ্ভাবনী ক্ষমতা’। ‘ইএসডিও মানুষের কল্যাণে অঙ্গিকার নিয়ে কাজ করেছে’। ‘সব চেয়ে বড় বিষয়- মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও’। গত ১০ এপ্রিল ইএসডিও’র ৩ দশক পূর্তি উৎসবে বক্তারা এসব কথা বলেন। ইএসডিও’র প্রধান কার্যালয়ে (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় ‘যারা ইএসডিও’কে সহায়তা ও সমর্থন জুগিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে, সেই উন্নয়ন অংশীদার’ সমূহের প্রতি ‘কৃতজ্ঞতা’ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মানবীয় অর্থনীতিবিদ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ বলেন, ইএসডিও মানুষের কল্যাণে অঙ্গিকার নিয়ে কাজ করেছে বলেই গত ত্রিশ বছরে অনেকগুণ এগিয়ে গিয়েছে। আসলে এই সংস্থার বয়স ত্রিশ বছর হিসেবে হলেও ইএসডিও’র কাজের মান তার বয়সের প্রায় দ্বিগুন। এ সফলতার কারণ এ প্রতিষ্ঠানে মানুষে মানুষে কোন বিরোধ নেই এবং এর যোগ্য নেতৃত্বে রয়েছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। ‘যারা নতুন নতুন চিন্তা করছে, তাদের মধ্যে ইএসডিও অন্যতম’ এমন উল্লেখ করে এ সময় তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়ে ইএসডিও কাজ করছে। ‘সমাজের পিছিয়ে পরা, পিছিয়ে থাকা ও পিছিয়ে রাখা’ এই ৩ গোষ্ঠির দিকে বর্তমানে বাংলাদেশের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে’ বলে নিজ বক্তব্যে উল্লেখ করেন মানবীয় এই অর্থনীতিবিদ। তিনি আরও বলেন, আমাদের সামাজিক বিভেদ দূর করতে হবে। প্রত্যেক মানুষ যেন মানবীয় মর্যাদাবোধ পায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। “ ইএসডিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রতমূলক যে সকল কাজ রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সমাজের পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠিকে এগিয়ে নেওয়া। ইএসডিও সেই লক্ষ্যে অনেকদূর পর্যন্ত কাজ করেছে” বলেও নিজ বক্তব্যে উল্লেখ করেন সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ।

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

5.pdf 8/4/2018 10:31:46 AM

সম্পাদকীয়

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। ১৯৮৮ সালের ভয়াল বন্যার সময়ে ঠাকুরগাঁও জেলার কয়েকজন উদ্যমী যুবকের একতাবদ্ধ প্রয়াসে গড়ে উঠে এ সংস্থাটি। এর পর থেকে দেশের প্রান্তিক ও সহায়-সম্বলহীন মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। যার জন্য ইতোমধ্যে ইএসডিও কুড়িয়েছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সুনাম। এই দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য কাজ করেছে ইএসডিও। ইএসডিও এমন একটি সমাজের কথা চিন্তা করে যেখানে থাকবে না কোন অসাম্য ও অবিচার। এমন একটি সমাজ, যেখানে কোন শিশু ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদবে না, কোন পরিবার দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিঃশেষ হয়ে যাবে না।

ইএসডিও পরিবারের মুখপাত্র 'ইএসডিও বার্তা'। ইএসডিও বার্তার এপ্রিল-মে-জুন সংখ্যায় সংস্থা কর্তৃক নানা আয়োজনের পাশাপাশি ইএসডিও'র কর্মযজ্ঞের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যা ইএসডিও বার্তার ৩য় সংখ্যা। আশা করি সকলের সহযোগিতায় ইএসডিও বার্তা সংস্থার সফল মুখপাত্র হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

ইএসডিও'র ইফতার মাহফিল থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় দোয়া

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর ইফতার মহফিল থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়। মাহফিল সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি তৈরী করে। মঙ্গলবার (২২ মে) ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ে (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) ওই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা, সূর্য তখন অস্তগামি। চারিদিকে সবুজ ও রক্তিম আভা। সারা বিশ্বের সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ইফতারের জন্য তৈরী। ইএসডিও'র চত্বরেও তখন ঠাকুরগাঁও জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের পেশাজীবি, বরেণ্যব্যক্তিবর্গও এসে ইফতারের জন্য তৈরী হয়েছেন। ইফতার মাহফিল এ সময় ঠিক যেন ধর্মপ্রাণ মুসলামদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। এর আগে বিকেল পাঁচটা থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের সংবর্ধনা জানান ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও সংস্থার পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার। *বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায়*

লার্নিং সামিট-২০১৮ এ বক্তব্য দিচ্ছেন ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। গত ২৫ ও ২৬ জুন রাজধানী ঢাকার ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালে ওই সামিটের আয়োজন করে প্লান ইন্টারন্যাশনাল।

বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবসে ইএসডিও'তে র‍্যালী

বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০১৮ উপলক্ষ্যে 'প্রজন্মের জন্য নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য' এই স্লোগানকে সামনে রেখে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ১২ জুন (মঙ্গলবার) ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) চত্বরে (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) ওই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। *বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায়*

শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বেলে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ পেলেন 'আলপনা' সম্মাননা

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতারকে সম্মাননা জানিয়েছে আলপনা সাহিত্য সংসদ, ঠাকুরগাঁও। ২১শে এপ্রিল, শনিবার সন্ধ্যায় ঠাকুরগাঁও শহরের সাধারণ পাঠাগারে আয়োজিত ৩৩তম বৈশাখী মেলা ১৪২৫ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে এক গুনীজন সংবর্ধনায় ওই সম্মাননা জানানো হয়। সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য অপর সম্মাননা পেয়েছেন ঠাকুরগাঁওয়ের প্রবীণ সাংবাদিক আখতার হোসেন রাজা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক মো: আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলপনা সাহিত্য সংসদের সভাপতি শহিদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাসুদ আহমদ সুবর্ণ।

বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায়

6.pdf 8/13/2018 11:42:08 AM

লক্ষ্য যখন অটুট
যে সব এসডিজি লক্ষ্য মাত্রায় অবদান রাখছে ইএসডিও

এক নজরে ইএসডিও'র কর্মকান্ড
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া

প্রকল্প	-	৫১টি
উন্নয়ন কর্মী	-	৩৪১৮ জন
বিভাগ	-	৭টি
সিটি কর্পোরেশন	-	৬টি
জেলা	-	২৯টি
উপজেলা	-	১৪৮টি
পৌরসভা	-	৯৬টি
ইউনিয়ন	-	১৬৫৫টি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আয়োজিত 'বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলনের-২০১৮' এর ঠাকুরগাঁও জেলা পর্যায়ের বাছাই পর্ব ২৬ জুন, মঙ্গলবার ও পঞ্চগড় জেলা পর্যায়ের বাছাই পর্ব ২৫ জুন, সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। 'মেধা ও মননে সুন্দর আগামী' এই স্লোগানকে সামনে রেখে যার বাস্তবায়নে করে ইকো- সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। ঠাকুরগাঁও জেলা পর্যায়ের বাছাই পর্ব ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় হল রুমে ও পঞ্চগড় জেলা পর্যায়ের বাছাই পর্ব সদর উপজেলা পরিষদ হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। বাছাই পর্বের সহযোগিতায় ছিল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। ওই বাছাই পর্বে ঠাকুরগাঁও জেলায় উপস্থিত বক্তৃতা, প্রবন্ধ লেখা ও কুইজ এই ৩টি প্রতিযোগিতায় জেলার ৫ উপজেলার মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। একই প্রতিযোগিতায় পঞ্চগড় জেলার ৪ উপজেলার মোট ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। ঠাকুরগাঁও জেলার বাছাই পর্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপক মো. মনির হোসেন। পঞ্চগড় জেলার বাছাই পর্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. এহতেশাম রেজা।

ইএসডিও'র কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মশালা

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মশালা এবং বার্ষিক পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা সভা ১৮ জুন (সোমবার) সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার মাধ্যমে ইএসডিও'র চলতি অর্থ বছরের কার্যক্রম সমূহের পর্যালোচনা ও আগামী ৫ বছরের কর্ম পরিকল্পনা সমূহ নির্ধারণ করা হয়। ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ের (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) চেতনা বিকাশ কেন্দ্রে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। সভায় ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতারসহ সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম সারির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য সুখের মূল...

রংপুর সিটি'তে ইএসডিও'র আয়োজনে আন্তর্জাতিক মাসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা' দিবস

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও ডব্লিউএসই-উপি'র আয়োজনে 'আন্তর্জাতিক মাসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা দিবস-২০১৮' রংপুর সিটি কর্পোরেশনে আয়োজন করা হয়। গত ২৮ মে (সোমবার) এ উপলক্ষ্যে নানা জাকজমকপূর্ণ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। দিবসটির এবারের স্লোগান ছিল 'নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, ভালভাবে মাসিক পরিচ্ছন্নতার নিয়ম পালন'। তিনশত কিশোরী মেয়ের অংশগ্রহণের সঙ্গে কর্মসূচিতে সিবিও নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরামর্শদাতাবৃন্দ, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও ডব্লিউএসইউপি'র প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রবার্টসনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে একটি জমকালো র‍্যালী শুরু হয়। পরে র‍্যালীটি সব অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রংপুর রেলওয়ে স্টেশনের রাস্তা, রেল ক্রসিং এবং তাজ হাট সড়ক ঘুরে ফের রবার্টসনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। পরে 'বিশ্ব মেনসার্শাল হাইজিন ডে -২০১৮' উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। *বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায়*

ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় গত ২২ এপ্রিল, রবিবার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদকাসক্তি ও জঙ্গীবাদ বিরোধী সাইক্লিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। ইএসডিও'র সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যার সহযোগিতায় ছিল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-পিএকএসএফ। প্রতিযোগিতাটি উপজেলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান সড়ক হয়ে বালিয়াডাঙ্গী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

বিভিন্ন স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের দলিত ও আদিবাসী নেটওয়ার্কের সাথে মত বিনিময় সভা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায়, বিভিন্ন স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের দলিত ও আদিবাসী নেটওয়ার্কের সাথে মত বিনিময় সভা করেছে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রেমদীপ প্রকল্প। বৃহস্পতিবার ৭ জুন ২০১৮ ইএসডিও'র ঠাকুরগাঁওয়ের গোবিন্দনগরের প্রেমদীপ সদর উপজেলা কার্যালয়ে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায়

8.pdf 8/13/2018 11:48:02 AM

ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচি

‘যুবরাই শক্তি, আনবে দেশের মুক্তি’ রাণীশংকৈল যুবকদের মধ্যে ইএসডিও’র প্রশিক্ষণ

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলা রাণীশংকৈল উপজেলার ৫নং বাচোর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সমাজের মধ্যে শনিবার, ১২মে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যার অর্থায়নে রয়েছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)।

‘আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ ও করনীয় নির্ধারণ শীর্ষক’ দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে ওই এলাকায় যুব মহিলা ও পুরুষরা অংশ নেন। ভিডিও ভিত্তিক ওই প্রশিক্ষণে মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। এ সময় ইউনিয়নের মহিলা ইউপি সদস্য নাসিমা বেগম, ইএসডিও’র সমৃদ্ধি কর্মসূচীর সমন্বয়কারী আল মামুনুর রশিদ,আইটি অফিসার সোহেল রানা, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. আমিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

আউলিয়াপুরে ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচি ফ্রি হার্ট ও মেডিসিন ক্যাম্প

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) অর্থায়নে ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর বাস্তবায়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচি আওতায় গত ২১ মে, সোমবার ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নে এক হার্ট ও মেডিসিন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পটির উদ্বোধন করেন আউলিয়াপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান। ক্যাম্পে ৭৫ জন রোগীকে রক্ত গ্রুপিং ও ৭৭ জন ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য সেবীগণ। এছাড়াও ১৭৯ জন রোগীকে রোগ নির্ণয় করে হার্ট ও মেডিসেন চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে রোগী দেখেন হার্ট ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও এম.বি.বি.এস ডাঃ মোঃ মেহেদি হাসান, জুনিয়ার কনসালটেন্ট হার্ট ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও ডাঃ মোঃ মহিদুল ইসলাম। *বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায়*

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহযোগিতায় গত ২৪ ও ২৫ এপ্রিল লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যদের জন্য একটি মৌলিক প্রশিক্ষণ ফকিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। দালালপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক ও পশ্চিম ফকিরপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক ওই প্রশিক্ষণে অংশ নেয়।

রাণীশংকৈলে প্রেমদীপ প্রকল্পের সংবেদনশীল সভা

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর আয়োজনে ও দাতা সংস্থা হেকস্ ইপারের সহযোগিতায় গত ১৫মে ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলায় এক সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। ‘প্রমোশন অব রাইটস ফর এথনিক মাইনোরিটি এ্যান্ড দলিতস্ ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রেমদীপ)’ প্রকল্পের আওতায় সংস্থার উপজেলা প্রকল্প কার্যালয়ে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়। যার উদ্দেশ্য হলো- পৌরসভায় বসবাসরত আদিবাসী ও দলিতদের আবাসন সমস্যার সমাধান।

বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায়

রমজান মেম্বারের অবদান, হাত ধোয়ার আহবান

রমজান মেম্বার, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রহিমানপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের একজন জন প্রতিনিধি। সদা হাস্যোজ্জ্বল যেন সাদা মনের মানুষ। যিনি সব সময় নিজ এলাকার মানুষের উন্নয়নের কথা ভাবেন। তিনি দেখেন তার ওয়ার্ডের বেশিরভাগ মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুরা বিভিন্ন রোগব্যাধী ও পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত। তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, বেশিরভাগ মানুষ হাত ধোয়ার বিষয়ে সচেতন না। তারা পায়খানা থেকে এসে ঠিকমতো হাত ধৌত করেন না। এর পাশাপাশি এখনও অনেক মানুষ খোলা জায়গায় পায়খানা করেন। কমিউনিটির মানুষের এমন অবস্থা দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন, ভাবতে থাকেন কিভাবে মানুষকে এসব বিষয়ে সচেতন করা যায়, কিভাবে তার এলাকায় একটি টেকসই স্বাস্থ্যময় পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

এমতাবস্থায় ওয়াটারএইডের অর্থায়নে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয় সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্প-২। রহিমানপুর ইউনিয়নসহ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং উন্নত স্বাস্থ্যবিধি অভ্যাস নিশ্চিতকরণে কাজ শুরু করে। রমজান মেম্বার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন এবার হয়ত এলাকার ওয়াশ উন্নয়নে তার প্রচেষ্টা সফল হবে। তিনি প্রকল্প কর্মীদেরকে সব ধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে এলাকায় কমিউনিটি সিচুয়েশন এনালাইসিস টুলস্ এর মাধ্যমে সামাজিক মানচিত্র অংকনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। একই সঙ্গে পানি, পায়খানা ও হাইজিন বিষয়ে তার এলাকার সার্বিক চিত্র নিয়ে তথ্য দেন। প্রকল্প কর্মীরা তাকে নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান এবং নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও স্বাস্থ্যাভ্যাস সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে থাকেন।

এসবের এক পর্যায়ে তিনি অনুধাবন করেন যে, অনেকের হাত ধৌত করার উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজস্ব তহবিল দিয়ে হলেও কমিউনিটির মানুষের মাঝে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে হাত ধোয়ার উপকরণ বিতরণ করতে হবে। এরই অংশ হিসাবে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫টি হাত ধোয়ার উপকরণ ক্রয় করে গত বছরের ২৮শে নভেম্বর উপকরণগুলো বিতরণ করেন। এ উপলক্ষ্যে ডেবাডাঙ্গী মেম্বার পাড়ায় (৫৫৯৪৯৪৬৮০১-০৫) ফারুকের (০৫২) উঠানে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রকল্পের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক, মনিটরিং অফিসার, সিডিও, ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর এবং কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তিনি নিজ হাতে উপকরণ সমূহ বিতরণ করেন। এ সময় তিনি সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, অবশ্যই যেন সকলেই নিয়মিত ৫টি সময় সঠিকভাবে হাত ধৌত করেন। রমজান ভাই বলেন, আমি অনেক আগে থেকেই এলাকার মানুষদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের জন্য বহুবার বলেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিলনা। তবে ওয়াশ প্রকল্প কাজ শুরুর পর থেকে বর্তমানে এলাকার মানুষ খুবই সচেতন হচ্ছে। তিনি বলেন, যতদিন প্রকল্প চলবে আমার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

বিশ্ব নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০১৮ উপলক্ষে সিরাজগঞ্জে ইএসডিও-ইউপিএইচসিএসডিপি প্রকল্পের র‍্যালী

ইএসডিও'র বাস্তবায়নে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

বাক প্রতিবন্ধী মিম এখন নিত্য চঞ্চল

ছোট মিম, পুরো নাম-মিশকাত জাহান মিম। সে একজন বাক প্রতিবন্ধী। বর্তমানে দিনাজপুর জেলার, পার্বতীপুর উপজেলার বাজারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। তার ক্লাস রোল ১১। নিয়মিত স্কুলে যায় মিম। লেখাপড়ায় বেশ মনোযোগী সে। সে দিন দিন উন্নতি করে চলেছে। তবে মিমের বর্তমান অবস্থা একদিনে তৈরী হয় নি। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্রমানুসারে হারে তার উন্নতি হতে দেখেছেন। মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্কুল ফিডিং কর্মসূচির দেয়া বিস্কুট খেয়েই দিনে দিনে উন্নতি করছে মিম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহযোগীতায় যার বাস্তবায়ন করছে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। ইএসডিও'র বাস্তবায়নে গত ২০১৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী দিনাজপুর জেলার, পার্বতীপুর উপজেলায় সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওই 'স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' চালু হয়।

বাক প্রতিবন্ধী মিম এর আগে স্কুলে নির্বাক হয়ে থাকতো, কারো সঙ্গে মিশতো না। চালাক-চতুর ছিলো না। পুষ্টিহীনতায় ভুগতো। লেখাপড়ায় মনযোগী ছিল না। তার শরীরে সব সময় অসুখ লেগেই থাকত। তবে মিমকে তার বাবা-মা প্রতিদিন বিদ্যালয়ে পাঠাতেন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে গিয়ে খোঁজ খবরও নিতেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাদের এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন।

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ৫নং চন্ডীপুর ইউনিয়নে মিমের জন্ম। তার বাবা মোঃ মনছুর আলী ও মা মোছাঃ আয়শা সিদ্দিকা। গ্রামের নাম- বড় চন্ডিপুর চৈতাপাড়া, ডাকঘর-পার্বতীপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। মিমের বাবা মোঃ মনছুর আলী এর আর্থিক অবস্থা ভালো না। তিনি ভ্যান চালিয়ে সংসার চালান। মা আয়শা বাড়িতে দর্জির কাজ করেন। তাদের পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। দুই ছেলে এক মেয়ের মধ্যে মিম তাদের বড় সন্তান। পরিবারে অভাব অনটন সব সময় লেগে থাকায় ঠিকমত তিনবেলা খাবারও ভালভাবে জুটেনা। ফলে তাদের পুষ্টিহীনতায় ভোগে তাদের বাক প্রতিবন্ধী সন্তান মিম। এই অবস্থাতেই মিমকে মনছুর আলী বাজারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করান। সে সময়ের তার অবস্থা নিয়ে চিন্তায় পরেন তার শিক্ষকরাও। তার প্রতি যত্নবান হয়ে উঠেন তারা। এই সময়ে উপজেলায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে ইএসডিও। তার বিদ্যালয়েও বিস্কুট প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়ে দেওয়া বিস্কুট খেয়ে মিমের দৈনিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়। তার স্কুলে আসার আগ্রহ ও উচ্ছলতা অনেক বেড়ে যায়। স্কুলে নিয়মিত আসায় সে পড়াশুনায়া অনেক আগ্রহী হয়ে উঠে এবং ইশারায় অনেক কিছু বুঝতে পারে। এখন সে সবার সাথে খেলাধূলা করে। তার পুষ্টি চাহিদা পূরণ হওয়ায় মিম আগের থেকে অনেক কম অসুস্থ হয়। মিমের এ পরিবর্তন দেখে তার বাবা-মা তার পড়ালেখা চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মিমের বাবা মোঃ মনছুর আলী বলেন, মিমকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর ফলে সে স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর দেয়া বিস্কুট খায়। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তার প্রতি খেয়াল রাখায় মিম এখন অনেক চঞ্চল। বাসায় মায়ের সাথে সেলাই মেশিনে কাজ করতে চায়।

মিমের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, এখন মিমকে যে কোন ছবি অঙ্কন করতে দিলে সে এখন তা খুব ভালভাবে করতে পারে। মিম নিয়মিত স্কুলে আসে। এ সময় সে টিফিন বক্স ও পানির বোতল নিয়ে আসে।

10.pdf 8/13/2018 11:53:14 AM

গণমানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত

১ম পৃষ্ঠার পর

ইএসডিও'র ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালী রবিবার (৮ই এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়। ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয় হতে (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) র‍্যালীটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ব্যান্ডের তালে তালে নেচে-গেয়ে সংস্থার ৩০ বছর পূর্ণ করেন ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের উন্নয়ন কর্মী। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে র‍্যালীটি ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয় ছেড়ে ঠাকুরগাঁও শহরের অভিমুখে যাত্রা করে। র‍্যালীতে নেতৃত্ব দেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জানান ও পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার। পরে র‍্যালীটি ঠাকুরগাঁও চৌরাস্তা, শহীদ মোহাম্মদ আলী সড়ক, নর্থ সার্কুলার রোডসহ শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালীতে ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের উন্নয়ন কর্মীর ব্যাপক সমাগম ছিল চোখে পরার মত। তারা সংস্থার উন্নয়নের ৩০ বছর উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যানার, প্লাকার্ড ও ফেস্টুন বহন করেন। সেই ব্যানার, প্লাকার্ড ও ফেস্টুনে সংস্থার ত্রিশ বছরের উপলক্ষ্য ছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক তথ্য দ্বারা সম্বলিত ছিল। ব্যান্ডের তালে তালে র‍্যালীতে নেচে-গেয়ে আনন্দ উদযাপন করেন ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীরা। পাশাপাশি ইএসডিও'র ত্রিশ বছর সফল হোক, সফল হোক এমন স্লোগান সংস্থার সকল উন্নয়ন কর্মীর মুখে ধ্বনিত হয় র‍্যালীটি।

৯ এপ্রিল বিকেল ৪টায় ইএসডিও প্রধান কার্যালয় চত্বরে শুরু হয় উন্নয়ন মেলা। মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন সেইপ'র নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক ও অর্থ মন্ত্রানালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ। পরে তিনি পুরো মেলায় অবস্থিত ২৫টি স্টল ঘুরে দেখেন। ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান তাকে মেলা ঘুরিয়ে দেখান। ইএসডিও'র বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আয়োজিত ওই মেলার পরিদর্শনকালে প্রকল্প গুলোতে সাধারণ মানুষ কিভাবে উপকৃত হচ্ছে সে বিষয়ে জানতে চান অর্থ মন্ত্রানালয়ের এই অতিরিক্ত সচিব। এ সময় ইএসডিও'র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ তাকে সে বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষন করেন। 'ক্ষুদ্র ঋণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইএসডিও'র কর্মযজ্ঞ দেখে বিস্মিত হয়েছেন' বলে উল্লেখ করেন অর্থ মন্ত্রানালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ। একই সঙ্গে এ সময় ইএসডিও'র কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন সরকারের এই উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক মো: আখতারুজ্জামান, ডাব্লিউএ-ফপি বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর দীপায়ন ভট্টাচার্য, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টও সৌম্য ব্রত গুহ, ওয়াটার এইড বাংলাদেশের ডিরেক্টর (ফান্ড রেইজিং এন্ড লার্নিং) ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান, হেকস ইপারের ম্যানেজার মার্কেট নুরুন নাহারসহ ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উন্নয়ন মেলা ঘুরে দেখেন। এ সময় ইএসডিও'র পরিচারক প্রশাসন সেলিমা আখতারসহ ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের উন্নয়নকর্মী, ঠাকুরগাঁওয়ের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

একই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ওই চত্বরে 'যারা ইএসডিও'কে সহায়তা ও সমর্থন জুগিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে, সেই উন্নয়ন অংশীদার' সমূহের প্রতি 'কৃতজ্ঞতা' জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান হয়। ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর থিম সং 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে' এই গানটির মধ্য দিয়ে ওই অধিবেশনের সূচনা হয়। উপস্থিত অতিথিদের হাতে স্মরক সম্মাননা ও ক্রেস্ট তুলে দেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। পরে ইএসডিও'র ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলো' এই স্মরণ গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

১০ই এপ্রিল, সকাল ৯টায় 'তৃণমূল পর্যায়ের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অসামান্য অবদান রাখছে, যাদের অবদানে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে' সেই গুনী ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানবীয় অর্থনীতিবিদ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ডাব্লিউএফপি বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর দীপায়ন ভট্টাচার্য, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর সৌম্য ব্রত গুহ, ওয়াটার এইড বাংলাদেশের ডিরেক্টর (ফান্ড রেইজিং এন্ড লার্নিং) ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে কেয়ার বাংলাদেশের গ্যান্টস এন্ড কন্ট্রাক্ট কো-অর্ডিনেটর একেএম ফজলুল হক, হেকস ইপারের ম্যানেজার মার্কেট নুরুন নাহারসহ ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । এ ছাড়াও ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতারসহ ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের উন্নয়নকর্মী, ঠাকুরগাঁওয়ের বিশিষ্টজনেরা, শিক্ষক-সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিককর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মো. মোজাম্মেল হক।

'নেতৃত্ব গুণেই এগিয়েছে ইএসডিও'

১ম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে গেষ্ট অব অনার সেইপ এর নির্বাহী পরিচালক ও অর্থ মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ বলেন, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের নেতৃত্ব গুনেই এগিয়ে গিয়েছে সংস্থাটি।

সেভ দ্যা চিলড্রেন এর আল মাহবুব চৌধুরী বলেন, এ অঞ্চলের মানুষের জন্যই আজকের সন্ধ্যাটি শুভ সন্ধ্যা। কারণ ইএসডিও প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকেই এ অঞ্চলের মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি, আমার সন্তান, তার সন্তানও যেন ইএসডিও'র এমন উচ্ছল প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দেখে যেতে পারি। হেকস ইপারের ম্যানেজার (মার্কেট) নুরুন নাহার বলেন, প্রান্তিক মানুষের বিশ্বাস ইএসডিও অনেক আগেই অর্জন করেছে। এ জন্য ইএসডিও'কে ধন্যবাদ জানাই। ইএসডিও এখন সাধারণ মানুষের সংস্থা। ঠাকুরগাঁওয়ের মানুষ এ সংস্থাকে তাদের নিজেদের সংস্থা বলে মনে করে। ইএসডিও'র ৩০ দশকের এই অনুষ্ঠানে গুনীজনদের সম্মান দেওয়ায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে মহৎপ্রাণ মানুষ বলে আখ্যায়িত করেন তিনি। কেয়ার বাংলাদেশের গ্যান্টস এন্ড কন্ট্রাক্ট কো-অর্ডিনেটর একেএম ফজলুল হক বলেন, আমরা ইএসডিও'র সঙ্গে কাজ করতে পেরে গর্ববোধ করি। এই সংস্থার পারফরমেন্স রেটিং অনেক ভাল। ইএসডিও'র কাজের পরিধি এখন দেশ ব্যাপী উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সংস্থাটি ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে। কারণ এর প্রত্যেক কাজের মধ্যে একটি কর্মস্পৃহা রয়েছে। যা দেশের মানুষের অনেক কাজে লাগবে। ডাব্লিউএফপি বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর দীপায়ন ভট্টাচার্য বলেন, ইএসডিও'র সঙ্গে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সম্পর্ক অনেক পুরনো। অতীতে আমরা ইএসডিও'র তৃণমূল পর্যায়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক ফল পেয়েছি। ওয়াটার এইড বাংলাদেশের ডিরেক্টর (ফান্ড রেইজিং এন্ড লার্নিং) ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান বলেন, ইএসডিও'কে ওয়াটার এইডের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। এ অনুষ্ঠান আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমার কাছে মনে হয়েছে, এ অনুষ্ঠান অর্জন, সুখ-দু:খ ভাগাভাগি করে নেওয়ার অনুষ্ঠান। ইএসডিও'কে সামাজিক সংগঠন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইএসডিও এখন আর কোন উন্নয়ন সংগঠন নয়, বরং সামাজিক সংগঠন বলা যেতে পারে। এ জন্যই সংস্থাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদানের মূল্যায়ন করে। আগামী বছরগুলো গণমানুষের সঙ্গে ইএসডিও'র সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে এ সময় আশা প্রকাশ করেন তিনি।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর রংপুর বিভাগের ম্যানেজার আব্দুল কুদ্দুস বলেন, 'দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ইএসডিও'রও ভূমিকা রয়েছে।' তিনি ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ড. জামান একজন উদ্যোক্তা ও নেতা। তিনি বলেন, ইএসডিও যে সমাজের উন্নয়নকারী মানুষদের নিয়ে এসে সম্মানিত করেছে, এতে ইএসডিও ছোট হয় নি, বরং বড় হয়েছে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ইএসডিও'র সঙ্গে কাজ করে গর্ববোধ করে বলেও এ সময় উল্লেখ করেন তিনি।

স্বাগত বক্তব্যে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। যার মূল চালিকাশক্তি সরকার। 'এসডিজি গোল অর্জনের ১ থেকে ২টি ধারা ছাড়া সব ক্ষেত্রে ইএসডিও সম্পৃক্ত রয়েছে উল্লেখ করে এ জন্য তিনি সকল দাতা সংস্থা ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে যেভাবে এদেশের মানুষ এগিয়েছে এ জন্য তাদের অভিনন্দন। তিনি সকল ঠাকুরগাঁওবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঠাকুরগাঁওবাসী ইএসডিও'কে এনজিও মনে করেন না, তারা একে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করেন। ঠাকুরগাঁও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাদেক কুরাইশী বলেন, ইএসডিও একটি বিশ্বাস। আস্থার শেষ ঠিকানার নাম। ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও ইএসডিও ঠাকুরগাঁওকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ জন্য এই সংস্থার কাছে এ জেলার মানুষের অনেক আশা। 'ইএসডিও'র মত সংস্থার চেষ্টাতেই দেশ এগিয়ে গেছে' বলেও এ সময় উল্লেখ করেন তিনি। ১০ই এপ্রিল, সকাল ৯টায় 'তৃনমূল পর্যায়ের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অসামান্য অবদান রাখছে, যাদের অবদানে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে' সেই গুনী ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মানবীয় অর্থনীতিবিদ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ বলেন, ইএসডিও'র উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে। অর্থনীতি মানে হলো উদ্ভাবন। এ কারণে সংস্থাটি অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে না থেকে এগিয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ইএসডিও মানব উন্নয়নে কাজ করছে। আমাদের চিন্তার মূল হলো মানুষ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের যে উন্নয়ন ধারণা রয়েছে, সেখান থেকে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। কতগুলো সামাজিক ব্যাধী আছে তা নিয়ন্ত্রনে আনতে হবে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন বলেন, ইএসডিও মানেই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেকবার আমি ইএসডিও'র অফিসে এসে একে নতুন উচ্চতায় দেখেছি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ' এমন একদিন আসবে, যখন মানুষ তার জীবন বৃত্তান্তে লিখবে ইএসডিও সম্মাননাপ্রাপ্ত। ডাব্লিউএফপি বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর দীপায়ন ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা কেউ দাতা নই। আমরা সহযোগী, তাই সহযোগীতা যেন ঠিক থাকে।' ওয়াটার এইড বাংলাদেশের ডিরেক্টর (ফান্ড রেইজিং এন্ড লার্নিং) ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান বলেন, ইএসডিও'কে ওয়াটার এইডের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। 'এ অনুষ্ঠান আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমার কাছে মনে হয়েছে, এ অনুষ্ঠান অর্জন, সুখ-দু:খ ভাগাভাগি করে নেওয়ার অনুষ্ঠান'। ইএসডিও'কে সামাজিক সংগঠন উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ইএসডিও এখন আর কোন উন্নয়ন সংগঠন নয়, বরং সামাজিক সংগঠন বলা যেতে পারে। এ জন্যই সংস্থাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদানের মূল্যায়ন করে'। আগামী বছরগুলো গণমানুষের সঙ্গে ইএসডিও'র সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেও এ সময় আশা প্রকাশ করেন তিনি। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর রংপুর বিভাগের ম্যানেজার আব্দুল কুদ্দুস বলেন, 'দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ইএসডিও'রও ভূমিকা রয়েছে।' তিনি ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ড. জামান একজন উদ্যোক্তা ও নেতা। তিনি বলেন, ইএসডিও যে সমাজের উন্নয়নকারী মানুষদের নিয়ে এসে সম্মানিত করেছে, এতে ইএসডিও ছোট হয় নি, বরং বড় হয়েছে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ইএসডিও'র সঙ্গে কাজ করে গর্ববোধ করে বলেও এ সময় উল্লেখ করেন তিনি। হেকস ইপারের ম্যানেজার মার্কেট নুরুন নাহার ইএসডিও'র ৩০ দশকের এই অনুষ্ঠানে গুনীজনদের সম্মান দেওয়ার সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে মহৎপ্রাণ মানুষ বলে আখ্যায়িত করেন। কেয়ার বাংলাদেশের গ্র্যান্টস এন্ড কন্ট্রাক্ট কো-অর্ডিনেটর এ কে এম ফজলুল হক বলেন, আমি ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের কর্মকান্ড যতই দেখছি, ততই অভিভূত হচ্ছি। আমি ড. জামানকে ধন্যবাদ জানাই। তার নেতৃত্বে সকল উন্নয়ন কর্মী ডেডি-কেটড, 'উনারা ইএসডিও'কে অনেক দূর নিয়ে যাবে' বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

11.pdf 8/8/2018 10:42:57 AM

সারাদেশে সংস্থার সকল কার্যালয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সকালে ৩০ বছর উপলক্ষ্যে ৩০টি প্রদীপ প্রজ্জল, ৩০টি বেলুন উড়িয়ে যাত্রার সূচনা করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার। পরে ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সারা দেশে অবস্থিত ইএসডিও'র ৩২ জেলার ২৫৮ টি শাখা কার্যালয়ে একযোগে জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত গাওয়া হয়। এ সময় জাতীয় পতাকা, ইএসডিও'র পতাকা ও ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি কেক কাটা হয়। এ সময় ইএসডিও'র নির্বাহী ও সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ সংস্থার বিভিন্নস্তরের উন্নয়নকর্মীবৃন্দ, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নিজ বক্তব্যে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ৩০ বছর উপলক্ষ্যে সংস্থার সকল দাতা সংস্থা, সরকারী ও বে-সরকারী পর্যায়ের সকল ভোক্তা ও শুভানুধ্যায়ীকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ' আমরা ইএসডিও ৩০ বছর অতিক্রম করছি। এ উপলক্ষ্যে সবাইকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকলে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে আমরা এই সংস্থাকে আরও অনেক দূর নিয়ে যেতে পারবো। সংস্থার পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার বলেন, আজকে আমাদের জন্য অনেক আনন্দের দিন। এ দিনে আমি সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

'আমার মুক্তি আলোয়, আলোয়, এই আকাশে' এই উৎসব সংগীত গেয়ে ৩০ বছর উপলক্ষ্যে ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক প্রশাসনের হাতে সংস্থার বিভিন্ন স্তরের উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। এ ছাড়া সংস্থার সব চেয়ে পুরনো উন্নয়ন কর্মীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

পরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'চেঞ্জ আওয়ার সেলভস, প্রমোট দ্যা কমিউনিটি অন সাসটেইন্যাবল ওয়ে, দ্যা কমিটমেন্ট অব থ্রী ডিকেডস' এই কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ের চত্বর, নিজেদের কর্ম সম্পাদনের জায়গা (ডেস্ক) পরিস্কার করা হয়। এর মধ্য দিয়ে ইএসডিও'র সকল স্তরের উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ নিজেদের 'গ্রীন ও ক্লীন' রাখার অঙ্গিকার করে।

'শিশু বিকাশ কেন্দ্র' ও শিখার জীবনের গল্পের ভেতরের গল্প

শিখা রানী বর্মা। লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার নওদাবশ ইউনিয়নের পশ্চিম নওয়াবাস এলাকার বাসিন্দা শুদ্ধ রঞ্জন বর্মা ও মিনতী রানী বর্মার ছোট মেয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা শিখার। তিনি ২০০২ সাল থেকে 'শিশু বিকাশ কেন্দ্রে' শিক্ষানবিস ছিলেন। 'শিশু বিকাশ কেন্দ্র' কর্মসূচিটি দাতা সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশ বাংলাদেশের সহায়তায় ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পরিচালন করে। যা 'কোয়ালিটি এনক্লিসিভ এডুকেশন এন্ড স্কিল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম-কিউআইইএসডিপি এর একটি কর্মসূচি। যেখানে তিনি কবিতা, নাচ, গান, অঙ্কন ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে আনন্দ ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কিছু উন্নয়নমূলক ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন।

শিখা রানী বার্মা ২০০৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ অর্জন করে ট্যালেন্টফুলে শিক্ষা বৃত্তি লাভ করেন। এখন তিনি ইউনিয়ন শিশু ফোরামে জড়িত, শিশু অধিকার ও সুরক্ষা অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তার বলিষ্ঠ কণ্ঠ ও সচেতনতার মাধ্যমে ৩টি বাল্য বিবাহ বন্ধ করেছেন এবং পরিবারের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন ও স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য তথ্য প্রদান করেন।

কোন এক সময় একজন অভিভাবক শিখার কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে। এ বিষয়ে তার পিতা-মাতা তাকে সাবধান করে দেয় কারণ সে ছিল শিশু অধিকারের লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর গড়ে তোলার জন্য একজন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। পাশাপাশি তিনি এলাকার স্থানীয় পরামর্শকের ভূমিকাও পালন করছিলেন। তার বাবা-মার সতর্কতা খুব বেশি ক্ষতি করে নি শিখার। তিনি পিতামাতাকে তার ভূমিকা স্পষ্ট করে বোঝান। তিনি জানান, 'আমি আমার গ্রামে বসবাসের জন্য কাজ করে যাচ্ছি, কারণ আমি বাল্য বিবাহের জন্য প্রস্তাব পেয়েছিলাম যখন আমি একাদশ ক্লাস ছিলাম। কিন্তু তখন সম্মত হইনি, আমি আমার বাবা-মাকে বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম। তারা আমাকে দেশের জন্য তথা সমাজের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করেছিল।

তিনি তার কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য কিছু প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। এর মধ্যে 'স্পিক স্ট্রং' 'কিশোরীদের প্রজনন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে ছয় মাসের ট্রেনিং' ছাড়াও পরিবার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় মহিলা কমিটি নামে সুপরিচিত সংস্থা থেকেও তিনি পিয়ার্স শিক্ষা গ্রহন করেছেন। শিখা রানী দশম শ্রেনী পর্যন্ত সকল ক্লাসে ভাল একাডেমিক যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তিনি জেএসসি'তে এ গ্রেড, এসএসসিতে এ প্লাস এবং এইচএসসিতে এ গ্রেড অর্জন করে ভাল ফলাফল করে কৃতিত্বের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষার পাশাপাশি তিনি মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধে কিশোরী মেয়ের কাউন্সিলিং প্রদান এবং তাদের জীবনযাপনের অন্বেষণ করে চলেছেন। অপর দিকে তিনি ইউনিয়ন ইরফরমেশন সেন্টার (ইউআইসি) এ মহিলা উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন। এতে তার কিছু টাকা উপার্জন হয়, যা দিয়ে তিনি নিজের লেখাপড়া চালিয়ে নেন। তিনি ভবিষ্যতে সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কিংবা শিক্ষক হতে চান।

নিজের প্রসঙ্গে তিনি জানান, শিশু বিকাশ কেন্দ্র আমার মৌলিক ভিত্তি ছিল, যেখানে আমি সমস্ত শেখার অনুষঙ্গগুলো অর্জন করি। যার ফলে অধ্যয়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্কোর ফলাফলও আমি অর্জন করেছি। এখন আমি সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ২য় বর্ষে পড়ছি। আমি ১ম বর্ষে আমি প্রথম শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমি দেশের মানুষের সেবা করার জন্য লেখাপড়া শেষে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন ক্যাডার হতে চাই।

ইএসডিও'র ইফতার মাহফিল

২য় পৃষ্ঠার পর

ইফতার মাহফিলে যোগ দেন- ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক মো. আখতারুজ্জামান, ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের সংসদ সদস্য ইয়াসিন আলী, ঠাকুরগাঁও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাদের কুরাইশী, বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মো. হাছানুজ্জামান, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট (ভারপ্রাপ্ত) মোল্লা সাইফুল ইসলাম, জেলার বিচার বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মকবুল হোসেন বাবু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খায়রুল আলম, জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের উপ অধিনায়ক মেজর জাহাঙ্গীর আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জহুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব সফিকুল ইসলাম, শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. শাজাহান নাওয়াজ, দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের অর্থপেডিক ও ট্রমা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. এনামুল হক, ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিশেষজ্ঞ ডা. রেজাউল করিম, জেলা বারের সভাপতি এ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম, সাধারণ সম্পাদক শেখ ফরিদ, ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল লতিফ মিঞা, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি রঞ্জু চৌধুরী, চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি মুদাচ্ছের হোসেন, বিভিন্ন দফতরের প্রধানগণ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যানবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার প্রধানগণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, মাহফিলে ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আলহাজ্ব খলিলুর রহমানসহ বিভিন্ন মসজিদের পেশ ইমামগণ, হাজীগণ, ঠাকুরগাঁও জেলার বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিবৃন্দসহ ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ইফতার মহফিল থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কমনা করা ছাড়াও ইএসডিও সমৃদ্ধি কমনা করা হয়।

বিশ্ব শিশু শ্রম

২য় পৃষ্ঠার পর

র‍্যালীটি যৌথভাবে আয়োজন করে চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন এ্যাকশন নেটওয়ার্ক (ক্লীন) ও ইএসডিও। র‍্যালীতে অংশ নেন ঠাকুরগাঁও জেলার সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক আবু বকর সিদ্দিক, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। এ সময় ইএসডিওর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ র‍্যালীতে অংশগ্রহন করেন।

র‍্যালী শেষে উপস্থিত সকলে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেয়। আলোচনায় সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ পরিচালক আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী ঘোষনা দিয়েছেন কোন শিশুই আর পথে থাকবে না। আর সে অনুসারেই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে''। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ''আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন শিশু যেন ঝুকিপূর্ণ কাজে না ঝুঁকে''। সকলে শিশুশ্রম প্রতিরোধে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'শিশুরা যেন দেশে সুন্দর পরিবেশে বাস করতে পারে'।

'সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমেই শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা সম্ভব' উল্লেখ করে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, ''সরকারের 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'তেও শিশু শ্রম প্রতিরোধের কথা বলা হয়েছে''। এ জন্য সকলে এগিয়ে আসবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

12.pdf 6/13/2018 11:54:22 AM

শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বেলে ইকো পাঠশালা

২য় পৃষ্ঠার পর

অধ্যক্ষ সেলিমা আখতারের প্রতি সম্মান রেখে সম্মাননা পত্র পাঠ করেন ওয়াদুদ শাহীন। সেই সম্মাননা পত্রটি অধ্যক্ষ সেলিমা আখতারকে প্রদান করা হয়। এর পর একটি স্মরক উপহার ও স্মরক সম্মাননা সেলিমা আখতারের হাতে তুলে দেন আলপনা সাহিত্য সংসদের সভাপতি শহিদুল ইসলাম।

এ সময় নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার বলেন, 'আমি এই সম্মাননা পেয়ে আনন্দিত।' ভবিষ্যতে শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নে এবং উচ্চ শিক্ষার প্রসারে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যয় জানিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

স্বাস্থ্য সুখের মূল...

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

সভায় সভাপতিত্ব করেন- রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম ফালু। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওই ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর মনোয়ারা সুলতানা মলি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বস্তি উন্নয়ন অফিসার সেলিম মিয়া, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন এজেন্সি-জাইকার প্রকৌশলী আব্দুল কাইয়ুম, ডব্লিউএসইউপি বাংলাদেশের এসই জিকরুল হক। ইএসডিও-এসইউডব্লিউপি'র রংপুর ব্যবস্থাপনা দলসহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন। কাউন্সিলর ও আরপিসিসি কর্মকর্তারা ওই অনুষ্ঠানটি দেখে তাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। বক্তারা তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কোনও এনজিও কিংবা জিও এই কিশোরীর পক্ষে কাজ করছে না, বিশেষত তাদের এলআইসি'তে। তারা ভবিষ্যতেও কিশোরী মেয়েদের জন্য এমন ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইএসডিও ও তার দাতা সংস্থা (ডব্লিউএসইউপি বিডি) জন্যও অনুরোধ করেন।

সবশেষে প্রাণবন্ত পরিবেশে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি পরিচালনার উপর একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পরে স্বীকৃতি বিবেচনা করে ১৮ টি এলআইসি'তে কিশোরীদের ১ম, ২য় ও ৩য় এই হিসেবে মোট ৫৪ টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া ইভেন্টের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সৌজন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন স্থানীয় ও আঞ্চলিক

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

হেকস ইপার এই প্রকল্পের অর্থায়ন করেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠিকে এগিয়ে নেওয়া। যার জন্য কাজ করে যাচ্ছে প্রমোশন অফ রাইটস অফ এথনিক মাইনোরিটি এন্ড দলিতস ফর ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রেমদীপ)। সভায় মত বিনিময় করেন ঠাকুগাঁও সদর উপজেলার দৈনিক করতোয়া পত্রিকার ঠাকুরগাঁও জেলার প্রতিনিধি জনাব মোঃ মনছুর আলী , আদিবাসি ওড়াও সংগঠনের সভাপতি দমনিক তিগ্যা, আদিবাসি ছাত্র পরিষদের প্রচার সম্পাদক শান্ত তিগ্যা, বাংলাদেশ হরিজন এক্য পরিষদ সম্পাদক রাজু বাসফোর, বালিয়া আদিবাসি উন্নয়ন সংগঠনের সভাপতি ভুটু মুর্মূ । সভায় উপস্থিত থেকে ওই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিশ্লেষন করেন ইএসডিও'র ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার উপজেলা ম্যানেজার মোছা ঃ ঝর্না বেগম । মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেমদীপ প্রকল্পের টেকনিক্যাল ম্যানেজার মোঃ মোকসেদুল মোমেনিন, টিভেট এবং অধিকার বিষয়ে কথা বলেন টেকনিক্যাল ম্যানেজার মো: শাহীন,মত বিনিময় সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন মোছা ঃ সাম সুৎ তাবরীজ সভায় বক্তারা বলেন আমাদের প্রত্যেকে একত্রিত হতে হবে আমাদের অধিকার আদায় করতে হবে । চাকুরী ক্ষেত্রে আদিবাসিদের ৫% কোটা থাকলেও আমরা পাই না। আমাদের সকলে এক সাথে কাজ করলে এসব সমস্যার সমাধান করতে পারবো। সাংবাদিক মনছুর আলী বলেন, আপনারা এগিয়ে যান, আমি আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা করবো। আপনারা ৩০ জুন সকলে একসাথে পালন করবেন ।

আউলিয়াপুরে

৫ম পৃষ্ঠার পর

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইএসডিও'র এপিসি ফিন্যান্স মোঃ রফিকুল ইসলাম, ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্সের জোনাল কৃষ্ণ কুমার রায়, সমৃদ্ধি কর্মসূচি পি, সি মোঃ মফিজুর রহমান মনি , ইএসডিও মনিটরিং টিম এর সদস্য অনামিকা রায়, স্বাস্থ্য সহকারী রজনী কান্ত, বর্ষা রাণী ও স্বাস্থ্যসেবীগণ। অনুষ্ঠানটি সার্বিক সহযোগীতা করেন বিনিয়াজ রহমান ও আব্দুল্লাহ আল মামুন।

রাণীশংকৈলে প্রেমদীপ

৫ম পৃষ্ঠার পর

সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর মেয়র আলমগীর সরকার। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইনুল হক, সহকারি কমিশনার সোহাগ চন্দ্র সাহা (ভূমি) থানা অফিসার ইনচার্জ সালাউদ্দীন (তদন্ত) আ'লীগ সভাপতি অধ্যাপক সইদুল হক প্রেস ক্লাব সভাপতি মোবারক আলী প্রেমদীপ প্রকল্পের ম্যানেজার খায়রুল আলম পিসি কাজী সিরাজুস সালেকীন কাউন্সিলর সেফাউল আলম রুহুল আমিন ওয়ার্কাস পাটির সদস্য আলমগীর হোসেন যুবলীগ সম্পাদক রমজান আলী। উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের টিএম রওশন জামান চৌধুরী সিএফ জিয়াসমিন ফজলুল করিম সহ সিভিল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, রাজনৈতিক নেতা, সুগারমিল কর্তৃপক্ষ পৌরসভার কাউন্সিলর, আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের সদস্যরা।

বার্ধক্য কাটুক

১৩ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন আয়োজন শেষে আউলিয়াপুরে প্রবীণদের মধ্যে জুন মাসের বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়। যাতে ১০০ জন প্রবীণ মোট ৬০০ করে টাকা পায়। এ ছাড়া চকচকি বেওয়া নামে এক প্রবীণকে ভরণ-পোষন বাবদ চার হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এর পর প্রবীণদের স্বাস্থ্য চিকিৎসা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ওই স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ৩৩ জন প্রবীণকে ফিজিওথেরাপী ও ৩৮ জন প্রবীণকে মেডিসিন চিকিৎসা প্রদান করেন ডা. ফয়েজ ইসলাম ফয়েজ ও আধুনিক সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. সুব্রত সেন। আকচায় পরে প্রবীণদের মধ্যে চলতি মাসের বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়। যাতে ৭৫ জন প্রবীণ মোট ৬০০ করে টাকা পায়। এ ছাড়া বালা মনি নামে এক প্রবীণকে ভরণ-পোষন বাবদ চার হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া কর্ন পাল নামক এক প্রবীণের মৃত্যু সৎকারের জন্য তার স্ত্রী সিমকি বেওয়াকে দুই হাজার টাকা ও খিলধর নামক এক প্রবীণের মুত্যু সৎকারের জন্য তার ছেলে সুমন্তকে দুই হাজার টাকা প্রদান করা হয়। আউলিয়াপুরে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক করতোয়ার জেলা প্রতিনিধি মনসুর আলী। সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র সিনিয়র কো অর্ডিনেটর শাহ মো: আমিনুল হক। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ইএসডিও'র সমৃদ্ধি কর্মসূচীর প্রকল্প সমন্বয়কারী মফিজুর রহমান মনিসহ ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রবীণ কমিটির সভাপতি ধনিচরণ বর্মন, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর মন্ডল, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য কামিনী রায় প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। আকচায় প্রবীণ মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুব্রত কুমার বর্মন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক করতোয়ার জেলা প্রতিনিধি মনসুর আলী। সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর শাহ মো: আমিনুল হক। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ফাঁড়াবাড়ী আব্দুর রশিদ ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক রোহান বর্মণ, ইএসডিও'র কর্মসূচী সংগঠক প্রকাশ রায়, প্রবীণ কমিটির সভাপতি নরেন্দ্র বর্মন, সাধারণ সম্পাদক ক্ষেত্র মোহন, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য পরিমল, প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের জন্য জমিদানকারী সম্ভু নাথ বর্মন, ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

12.pdf 8/6/2018 11:20:40 AM

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত উন্নয়ন মেলা পরিদর্শন করছেন সেইপ'র নির্বাহী পরিচালক ও অর্থ মন্ত্রানালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ।

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ৮ এপ্রিল ঠাকুরগাঁও শহর জুড়ে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবিতে যার কিছু অংশ।

ইএসডিও সম্মানা-২০১৭ ও ইএসডিও সহযোগী কর্মসূচী সম্মাননা প্রদান

ছবি ফটো গ্যালারীতে (১৫ পৃষ্ঠায়)

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে ইএসডিও সম্মানা-২০১৭ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ইএসডিও সহযোগী কর্মসূচী সম্মাননাও প্রদান করা হয়। ১০ এপ্রিল, মঙ্গলবার সকাল থেকে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে (গোবিন্দনগর,ঠাকুরগাঁও) ওই সম্মাননা প্রদান করা হয়। 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে.... আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে' এই প্রসঙ্গিক গান উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ওই গুনীজন ও সহযোগীদের সম্মাননা প্রদান।

এবার নারী উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য বেগম নুরন নাহার ইএসডিও সম্মাননা পেলেন। তার পক্ষে ছেলে, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার ওই সম্মাননা গ্রহন করেন। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ল্যান্স নায়েক মো: আব্দুল মান্নান বীর প্রতীক, সাংস্কৃতিতে নাট্যকর্মী গৌতম দাস বাবলু, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ঠাকুরগাঁওয়ের সিভিল সার্জন ডা. আবু মো: খায়রুল কবির, ক্রীড়া ক্ষেত্রে রানীশংকৈল ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ তাজুল ইসলাম, শিক্ষা ক্ষেত্রে বি আখড়া সৈয়দপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সমাজে অবদানের জন্য দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার রেজাউল করিম ইএসডিও সম্মাননা-২০১৭ পান।

ইএসডিও শ্রেষ্ঠ কর্মসূচী সহযোগী হিসেবে সম্মাননা পেয়েছেন- দিনাজপুরের প্রেমদীপ প্রকল্পের অধীনে দলিত মনির লাল বাঁসফোর, রেজিয়া বেগম, লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলার মনোয়ার হোসেন দুলু, লোহাগাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বিথিকা মূর্মু, আখতারুজ্জামান, পামুলী ইউনিয়ন পরিষদ, রীনা আখতার, নূর মোহাম্মদ আলী, বীর মুক্তিযুদ্ধা আব্দুস সামাদ, মাসুদা খানম, মঞ্জুর মন্ডল, আবু ইয়াসিন মো: মাসুদ রানা, আলপনা আখতার, আহাতুন্নেসা, সূর্যমুখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শামীম মিয়া ও রাহেলা বেগম।

এ সময় নিজ অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রট নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার বলেন, ইএসডিও'তে ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অভিনন্দন। সেই সঙ্গে এমন একটি অনুষ্ঠানে আমার মাকে নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। এ জন্য আমি ইএসডিও'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ল্যান্স নায়েক মো: আব্দুল মান্নান বীর প্রতিক তার অভিব্যক্তিতে বলেন, 'আমাকে ইএসডিও'র পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় যখন ফোন করে বলেছেন, '' আপনাকে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ পুরস্কার প্রদান করা হবে'', তখন আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আমি ইএসডিও'র এই সম্মানে খুশি ও আনন্দিত।

সাংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইএসডিও সম্মাননা-২০১৭ প্রাপ্ত গৌতম দাস বাবলু বলেন, এ স্বীকৃতি আমার অনেক আবেগের সঙ্গে যুক্ত। ৩০ বছর ধরে আমি যে অবিরাম সংগ্রাম করেছি তার স্বীকৃতি এই সম্মাননা। এ জন্য আমি ইএসডিও'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ডা. আবু মো: খায়রুল কবির তার অভিব্যক্তি জানিয়ে বলেন, 'আজকে দেওয়া এই সম্মাননা আমাকে আরও বেশি করে দায়বদ্ধ করে তুললো।' ঠাকুরগাঁও জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের অবাধ বিচরণ রয়েছে বলেও তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন তিনি। ক্রীড়া ক্ষেত্রে সম্মাননা প্রাপ্ত অধ্যক্ষ তাজুল ইসলাম বলেন, 'এমন একটি সম্মাননা মানুষকে আরও তার কাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলে।' ইএসডিও ও ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে ধন্যবাদ। যে কাজটি করেছি, তার জন্য অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। তবে আমার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমি ওই কাজটি করেছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানে ইএসডিও সম্মাননা প্রাপ্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, একটি অংশকে বাদ দিয়ে কোন জাতি উন্নত হতে পারে না। যার জন্যই আমি আদিবাসীদের উন্নয়নে কাজ করেছি।'

মুক্তিযুদ্ধে ইএসডিও সম্মাননা-২০১৭ প্রাপ্ত রেজাউল করিম বলেন, এ সম্মাননার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি ইএসডিও'কে ধন্যবাদ জানাই। ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক। তিনি বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর বিভাগের একজন কৃতি সন্তান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানবীয় অর্থনীতিবিদ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ডাব্লিউএফপি বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর দীপায়ন ভট্টাচার্য, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর সৌম্য ব্রত গুহ, ওয়াটার এইড বাংলাদেশের ডিরেক্টর (ফান্ড রেইজিং এন্ড লার্নিং) ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে কেয়ার বাংলাদেশের গ্যান্টস এন্ড কন্ট্রাক্ট কো-অর্ডিনেটর একেএম ফজলুল হক, হেকস ইপারের ম্যানেজার মার্কেট নুরুন নাহারসহ ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । এ ছাড়াও ইএসডিও'র পরিচারক প্রশাসন সেলিমা আখতারসহ ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের উন্নয়নকর্মী, ঠাকুরগাঁওয়ের বিশিষ্টজনেরা, শিক্ষক-সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিককর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মো. মোজাম্মেল হক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, 'এই আলোকিত মানুষগুলোর এই ছোট ছোট কাজগুলো প্রতিদিন বিশ্বের বুকে দেশকে চিনিয়ে দিতে সহায়তা করছে'। এসব আলোকিত মানুষগুলোর প্রচেষ্টায় প্রতিদিন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

14.pdf 8/12/2018 11:58:49 AM

ইএসডিও ম্যাজিকবাস

১১ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার ইএসডিও'র 'ম্যাজিক বাস- চাইলহুড টু লাইভলিহুড' প্রকল্পকে অত্যন্ত চমৎকার প্রকল্প বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিশুদের মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রতিভাগুলো তুলে আনতে কাজ করছে এ প্রকল্পটি। শিশুরা যা শিখছে তা ধরে রাখতে পারবে বলেও এ সময় আশা প্রকাশ করেন তিনি। পরে আমন্ত্রিত অতিথি, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষকদের স্মরণ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এরপর বিজয়ী দলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মেয়েদের ফুটবলে কালমেঘ আর আলী উচ্চ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ান ও ভেলাজান উচ্চ বিদ্যালয় রানার্স আপ হয়। ছেলেদের ফুটবলে কচুবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ান ও কালমেঘ আর আলী উচ্চ বিদ্যালয় রানার্স আপ হয়। মেয়েদের হ্যান্ডবলে মলানী উচ্চ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ান ও ঠাকুরগাঁও রোড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রানার্স আপ হয়। ছেলেদের হ্যান্ডবলে জনগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ান ও মলানী উচ্চ বিদ্যালয় রানার্স আপ হয়। এ ছাড়া দৌড় প্রতিযোগীতায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।

রংপুর সদর উপজেলা বিদায়ী নির্বাহী অফিসারকে ইএসডিও'র সম্মাননা

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর পক্ষ থেকে গত ৯ই মে রংপুর সদর উপজেলার বিদায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মেয়র জিয়াউর রহমানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ সময় ইএসডিও'র পক্ষ থেকে তার হাতে একটি স্মারক সম্মাননা ক্রেস্টও তুলে দেওয়া হয়। বিদায়ী অনুষ্ঠানে 'ইএসডিও'র কার্যক্রমে আমি অত্যন্ত খুশি' এমন উল্লেখ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, ইএসডিও'র প্রতিটি কার্যক্রম আমি দেখেছি। তারা যেসব কাজ করে তা প্রশংসনীয়। আমি যেখানেই থাকি ইএসডিও'র কার্যক্রমকে আমি সহযোগিতা করবো। অনুষ্ঠানে ইএসডিও'র রংপুর অফিসের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইএসডিও-এসইউডব্লিউপি প্রকল্পে আহাতন নেসা পেলেন উন্নত টয়লেট, কমলো কষ্ট

সত্তোর বছর বয়সী আহাতন নেসা টয়লেট কেনার কারণে গর্বিত। যেটি তিনি ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর ট্রেনিং সেশনে যোগদান করার পর ভাল স্বাস্থ্যবিধি দেখে কিনেছেন। বৃদ্ধ বয়সে এসে তার কষ্ট যেন অনেক লাঘব হলো।

''একটি পুরনো প্রজন্ম থেকে আসায় আমরা ল্যাট্রিন ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। আমরা খোলামেলা জায়গায় এই শৌচকর্ম করতে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আপনাদের প্রকল্পের শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ, আমরা এখন একটি ল্যাট্রিন ব্যবহার করছি। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটি ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হচ্ছি। এটি আমাদের স্বাস্থ্যের উপর অনেক ভাল প্রভাব রাখে ও রোগের বিস্তার কম করে।' এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলাভাবে মত দেন তিনি।

রংপুর শহরের হঠাৎনগর এলাকার কম উপার্জনভুক্ত মানুষের সঙ্গে আহাতন নেসা বাস করেন। যেখানে স্যানিটেশন সুবিধাগুলি অনেক কম। অন্য অনেকের সঙ্গে তিনি খোলা ল্যাট্রিন ব্যবহার করতেন। সেখানে একটি ল্যাট্রিন অনেক মানুষ মিলে ব্যবহার করে। যা বেশ স্বাস্থ্যহানিকর। পানির উৎস ও ল্যাট্রিনগুলির মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি না হওয়ার তা ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের অন্যতম কারণ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য, ESDO-SUWP ৬টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন তৈরি করে। এ ছাড়াও নিয়মিত সেশনগুলিতে ভাল স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন ও মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতার উপর মনোনিবেশ করে।

অন্যদের মত, আহতান নেসা এই সেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেক কিছু শিখেন। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হওয়ায় অর্থ সঞ্চয়ের বিষয়টি তার অনেক ভাল লাগে। সে একটি দামে, সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট তার বাড়িতে বসায়। সেই সঙ্গে পা ধোয়া ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সুবিধার সঙ্গে সাবান, স্যান্ডেল, একটি পানির পাত্র, একটি পরিষ্কার করার ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট। ESDO-SUWP রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ২০১৭ সাল থেকে কম উপার্জনভুক্ত কমিউনিটির মধ্যে পানি ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। যার সকল প্রযুক্তিগত সহায়তা করছে WSUP বাংলাদেশ।

15.pdf 8/4/2018 11:26:07 AM

ইএসডিও ম্যাজিকবাস সিটুএল'র অ্যানুয়াল স্পোর্টস, শিশুদের উচ্ছ্বাস ও আনন্দের একটি দিন

শিশুদের মধ্যে যেন প্রাণের উচ্ছ্বাস। কোন ধরণের উৎসাহেরই কমতি ছিল না। ইএসডিও'র ম্যাজিক বাস- চাইলহুড টু লাইভলিহুড (সিটুএল) প্রকল্পের অ্যানুয়াল স্পোর্টস মিট অনুষ্ঠানের চিত্র ছিল এমন। শনিবার (২৮ এপ্রিল) বিকেলে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর প্রধান কার্যালয়ে (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগীতায় শুরু থেকে শিশুদের মধ্যে দেখা যায় ব্যাপক উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা। খেলার শুরু থেকে যা ছড়িয়ে পরে সকলের মধ্যে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিশুরা তাদের দলের অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে মিলে উচ্ছ্বাস, আনন্দে প্রতিযোগী মাতিয়ে রাখে। অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ মূহুর্তে সেই উচ্ছ্বাস যেন আরও বেড়ে যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিলা ব্রত কর্মকার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার ও জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জবেদ আলী। সভাপতিত্ব করেন ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঠাকুরগাঁও জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিলা ব্রত কর্মকার বলেন, যে কোন মানুষের স্বপ্ন অনেক বড় বিষয়। মানুষ কত বড় সেটি বড় বিষয় না। তার স্বপ্ন কত বড় সেটিই হচ্ছে আসল বিষয়। তিনি বলেন, আমি এখানে এসে যে প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমার কাছে মনে হয়েছে এই এলাকাটি শিক্ষায় অনেক উন্নত হয়েছে। শিক্ষায় উন্নত হওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষা ও স্বপ্ন মানুষকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে।

সভাপতির বক্তব্যে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান 'প্রত্যেকটি শিশুর চোখে যে স্বপ্ন, তাই বাংলাদেশের স্বপ্ন' এমন মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ম্যাজিক বাস- চাইলহুড টু লাইভলিহুড প্রকল্পের লক্ষ্যই হচ্ছে আমাদের শিশুদের মধ্যে স্বপ্ন তৈরী করা। তাদের মধ্যে স্বপ্নের বীজ বপন করা হলেই দেখা যাবে তা ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে পাল্টে দিচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা চাই একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, যা সরকারের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা সাম্প্রদায়িকতা বিহীন একটি বাংলাদেশ চাই। বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায়

ইএসডিও সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্পে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নে সম্প্রতি মানুষের হাত ধোয়া সুবিধার্থে পানির বালতি প্রদান করা হয়।

সংবাদপত্রে ইএসডিও

ইএসডিও'র প্রেমদীপ প্রকল্পে ভূমিকায় ২৪টি দলিত পরিবার পেল নিজস্ব রাস্তা

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর 'প্রমোশন অব রাইটস ফর এথনিক মাইনোরিটি এ্যান্ড দলিতস্ ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম' (প্রেমদীপ) প্রকল্প। প্রকল্পটি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ঢোলার হাট ইউনিয়নের মাধবপুর দক্ষিণ জোতপাড়া গ্রামে ২৪টি দলিত পরিবারের সামাজিক সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে আসছে। ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্প এই কমিউনিটিতে কাজ শুরুর আগে ২৪টি অসহায় দলিত পরিবারের কোন রাস্তা ছিল না। ফলে তারা নিজেদেরকে অসহায় মনে করত, আর মনে মনে ভাবত জীবনে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে নিজস্ব রাস্তার উপর দিয়ে চলাচল করতে পারব কি?

ইএসডিও- প্রেমদীপ প্রকল্প সামাজিক সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়নের সঙ্গে ওই পরিবারগুলোর টেকসই জীবনযাত্রার জন্য তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা, ভূমিতে প্রবেশাধিকার, ভূমিতে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, তাদের সমান অধিকার ও মৌলিক সেবাগুলিতে প্রবেশাধিকার উদ্দেশ্যে কাজ করছে। বলা যেতে পারে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এ্যাডভোকেসী, সচেতনতা ও জবাবদিহিতা, প্রশিক্ষন, আইনি সহায়তা, ভেল্যুচেইন, দুর্যোগ প্রশমন এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছে এই প্রকল্প। প্রেমদীপ প্রকল্প দক্ষিণ জোতপাড়া কমিউনিউটিতে দলিতদের নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে ২০১৩ সালে। দক্ষিন জোতপাড়া কমিউনিটির পিওসিগণ (সদস্য) এই প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হয়। প্রেমদীপ প্রকল্প এই কমিউনিটিতে কাজ শুরু করার আগে এই কমিউনিটির ২৪টি অসহায় দলিত পরিবারের নিজস্ব ঘরবাড়ীর থাকলেও তাদের চলাচলের কোন রাস্তা না থাকায় বেশ অসুবিধায় পরে ওই কমিউনিটির বাসিন্দারা। এ জন্য প্রয়াশই তাদের অন্যের কাছে হেয় প্রতিপন্য হতে হত।

ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্প উক্ত কমিউনিউটির পিওসিদের নিয়ে ১টি নারী দল, ১টি ভিডিসি কমিটি, ১টি গরু মোটাতাজাকরন উৎপাদক দল ও একটি দূর্যোগ ঝুঁকি কমানোর দল গঠন করে। ভিডিসি কমিটির বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা করে ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্পের সহযোগিতায়। সেখানে তাদের চলাচলের রাস্তার সমস্যাটি লিপিবদ্ধ করে প্রতি মাসের মিটিং এ সমস্যাটি আলোচনা করতে থাকে এবং যার জমির উপর দিয়ে তারা চলাচল করে তার সাথে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করে কিন্তু জমির মালিক জমি ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এমনকি বিক্রিও করতে রাজি ছিল না। কিন্তু একদিন কমিউনিটির পিওসিরা জানতে পারে জমির মালিক জমিটি অন্যের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। আর তখনই ভিডিসি কমিটির সদস্যরা জমির মালিকের কাছে যায়, তখন তিনি বলেন, 'চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিব, কারন আমি জমিটি আন্যের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছি'। এমতাবস্থায় ভিডিসি কমিটি হতাশ হয়ে যায় এবং কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্পের সহযোগিতায় ইউনিয়ন মানবাধিকার সুরক্ষা কমিটির মিটিং এ বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসে।

মিটিংয়ে সভাপতি বলেন, এ সমস্যাটি সমাধানের জন্য আমরা ও আপনারা একসঙ্গে জমির মালিকের সাথে কথা বলবো। এর পর বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব, যে কি করা যেতে পারে। মানবাধিকার সুরক্ষা কমিটির সভাপতিসহ অন্য সদস্যরা জমির মালিকের সাথে কথা বলার পর সিদ্ধান্ত হয়, জমির মালিক তাদের কাছে জমিটি বিক্রয় করবে। এ দিকে ভিডিসি কমিটি গ্রামের সকল পিওসির সাথে আর্থিক সহযোগিতার কথা বললে সকলেই রাজি হন। ভিডিসি কমিটির কর্মতৎপরতায় চলাচলের রাস্তার জন্য দুই শতক জমি ক্রয় করা হয়। আর এ জন্য ভিডিসি কমিটি নিজেদেরকে সফল কমিটি হিসেবে মনে করে এবং বলে আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন অবশেষে পূরন হল। এখন ভিডিসি কমিটি ও কমিউনিটির সকল পিওসি খুবই খুশি। আর তারা বলতে থাকে ইএসডিও প্রেমদীপ যদি আমাদের সাথে কাজ না করত তাহলে আমাদের দীর্ঘদিনের বাসনা চলাচলের রাস্তার স্বপ্ন পূরণ হত না। এ জন্য আমরা ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্পকে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দক্ষিন জোতপাড়া কমিউনিটির পিওসিদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা চলাচলের রাস্তাটি তারা ইট দিয়ে বাঁধাই করবে সেই সঙ্গে প্রয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের আধিকার গুলো আদায় করবে ও ক্ষমতায়িত হবে।

বার্ধক্য কাটুক উৎকর্ষে

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঠাকুরগাঁও সদরে ইএসডিও'র প্রবীণ মেলা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ও আকচা ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত হয় প্রবীণ মেলা। গত ১১ই জুন, সোমবার আউলিয়াপুরে ও ১২ই জুন মঙ্গলবার আকচা ইউনিয়ন পরিষদে ওই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ'র প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ওই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আউলিয়াপুরের কচুবাড়ীর ইএসডিও প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে ও আকচার ফাড়াবাড়ি এলাকার আব্দুর রশিদ ডিগ্রি কলেজ মাঠে ওই মেলা দুটি অনুষ্ঠিত হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল নবীন-প্রবীণনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ও স্থানীয় উন্নয়নে সামাজিকভাবে প্রবীণদের আরো বেশি সম্পৃক্তকরণ। এর পাশাপাশি প্রবীণদের পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নের সঙ্গে তাদের মধ্যে উৎকর্ষ সাধনই ওই মেলার উদ্দেশ্য।

মেলার স্থানীয় প্রবীণদের জন্য ছিল নানা আয়োজন। এর মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হা-ডু-ডু ও চোখ বেঁধে হাড়িভাঙ্গা খেলা অন্যতম। প্রবীণরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ওই আয়োজনগুলোতে অংশ নেন। এর মধ্য দিয়ে নিজের আনন্দ পাওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও আনন্দ দেন। প্রবীণরা নিজেরাই গান গেয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন। প্রবীণদের মধ্যে চোখ বেঁধে দিয়ে হাড়িভাঙ্গা খেলার আয়োজন ছিল বেশ চমকপ্রদ। *বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায়*

ইএসডিও'র ছোঁয়ায় এসে রোকেয়া বেগম জীবনে পেল সুখ ও সাফল্য

অভাবের তাড়নায় বেশ বিচলিতভাবে দিন পার করছিলেন নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার রোকেয়া বেগম। দারিদ্র্যতা ছিল তার নিত্য দিনের সঙ্গী। ঠিক তখনই ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর ছোঁয়া পেয়ে যেন নতুন জীবন খুঁজে পেলেন তিনি। তার চরম হতাশাময় জীবনে ইএসডিও যেন 'প্রখোর রোদে এক পশলা বৃষ্টি'। এর আগে রোকেয়া তার দরিদ্র স্বামী ও ১টি সন্তান নিয়ে সংসার নামক 'অথৈ সাগরে' হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলায় অবস্থিত ইএসডিও বাগাতিপাড়া শাখাকে পুঁজি করে রোকেয়া শুধু নিজের উন্নতিই করেন নি, সেই সঙ্গে হয়েছেন আলোচিতও, নিজের জীবনে বয়ে এনেছেন সম্মান। ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীদের অনুপ্রেরণা আর নিজের পরিশ্রমে রোকেয়া এনেছেন দরিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্তি।

রোকেয়া বেগমের বাড়ী নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার সলইপাড়া গ্রামে। সম্বল হিসেবে তাদের কোন ধরণের সম্পদ ছিল না। সারাদিন পরের বাড়ীতে ঝিঁয়ের কাজ করে, দিন মজুরী করে কোন মতে জীবন পার হতো। জীবন যেন তার কাছে কঠিন পরীক্ষায় পরিণত হচ্ছিল দিন দিন। কি করবেন, কিছুই স্থির করতে পারছিলেন না। এভাবে যখন কষ্টের সাথে দিন যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ইএসডিও'র মাঠ কর্মীর সাথে পরিচয় হয় তার। অবশেষে গত ২০১৪ সালের ১৬'ই জানুয়ারি ইএসডিও বাগাতিপাড়া শাখা পরিচালিত পদ্মা ইকো মহিলা দল নামের একটি সমিতিতে ভর্তি হন তিনি।

দরিদ্র অসহায় পরিবারের সদস্য হওয়ায় সামাজিক ও পারিবারিক ভাবেও রোকেয়া ছিলেন অবহেলিত। তাকে সমিতিতে ভর্তি করে অনুদান বা ঋণ দিলে তিনি ঋণের সঠিক ব্যবহার করে উপকৃত হবেন ও পরিবারের অভাব অনটন ঘোচাতে সক্ষম হবেন। এসব বিষয় চিন্তা করেই তাকে ইউপিপি সমিতিতে ভর্তি করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর বাস্তবায়নে ও ইএসডিও'র বাস্তবায়ন সহযোগিতায় 'উজ্জীবিত' প্রকল্প। এই প্রকল্পে একজন ইউপিপি সদস্য হিসেবে রোকেয়া বেগমকে ভর্তি করা হয়। 'উজ্জীবিত' প্রকল্পের পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে ২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিনি। ফলে গরু মোটাতাজাকরণ এর ওপর তার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এই গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে সাফল্য অর্জন করেন তিনি। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ঋণ নিয়ে ৩০০০০ হাজার টাকা দিয়ে ১টি ষাঁড় কিনেন ও সেটি বিক্রি করে পরবর্তীতে ২টি ষাঁড় কিনেন। আশার বিষয় হল- বর্তমানে এই গরু মোটাতাজা করে সাবলম্বী হতে চলেছেন তিনি। বর্তমানে তার ২টি ষাঁড় গরু রয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ১০০০০০ (এক লক্ষ) টাকা। তিনি তাদের নিয়মিত ইউরিয়া মোলসেস খাওয়ান। বর্তমান রোকেয়া প্রতি ৪ থেকে ৫ মাস পর পর একটি করে ষাঁড় বিক্রয় করেন। তিনি তার ষাঁড়কে নিয়মিক টিকা ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ান। যার কারণে ষাড় সুস্থ্য থাকে। এখন তার দেখানো পথে তার প্রতিবেশীরাও গরু মোটাতাজাকরণ শুরু করেছেন। তার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে গরু মোটাতাজাকরণ করে তারাও যথেষ্ট লাভবান হচ্ছে।

আর্থিক অভাব-অনাটনের কারণে আগে সমাজে তার কোন মর্যাদা ছিল না। কিন্ত রোকেয়া এখন সমাজে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক সচেতনতার কারণে সমাজে তার মর্যাদা অনেক গুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রতিদিন গরু মোটাতাজাকরণের ওপর বিভিন্ন পরামর্শ কিংবা সমস্যার সমাধান নিতে তার বাড়ীতে এখন বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন আসে। এতে তিনি খুব আনন্দবোধ করেন। এলাকার মানুষ এই বিশেষ দক্ষতার কারণে তাকে খুব কদর করেন।

রোকেয়া গরু মোটাতাজাকরণের পাশাপাশি হাঁস-মুরগীও পালন করছেন। প্রকল্পের পিও টেকনিক্যাল ও সোশ্যালের পরামর্শে বাড়ীর পাশে, ঘরের চালে মাচা পদ্ধতিতে তিনি সবজির ক্ষেত গড়ে তুলেছেন। যাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির শাক ও সবজি। যেমন লাউ, মিষ্টি কুমড়া. পুঁইশাক, ঝিঙ্গা ইত্যাদি। এ ছাড়াও রোকেয়া উজ্জীবিত প্রকল্পের সমিতিতে পরিচালিত বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণ করে স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ে ধারনা লাভ করেছেন। যা তার ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কাজে লাগছে। তার বাড়ীতে একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও হাত ধোয়ার গুড়া সাবান মিশ্রত বোতল রয়েছে। খাদ্য, পুষ্টি ও রান্নার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি এখন অনেক সচেতন। বাল্যবিবাহ রোধে এলাকায় তার গ্রহণযোগ্যতা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। রোকেয়ার তার সন্তানটিকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন, সে এখন নিয়মিত স্কুলে যায়। রোকেয়া ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণ করে আরও বড় ধরনের একটি গরুমোটাতাজাকরণ খামার করবেন। এই হলো তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা। এর পাশাপাশি একটি ছাগল ও মুরগীর খামার তৈরী করবেন এমন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও রয়েছে তার।

রোকেয়া সংসারের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনের পাশাপাশি তার পেশারও পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর তাকে পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় না। পেশা বদল তার জন্য 'নতুন সৌভাগ্য' নিয়ে এসেছে। যা তাকে দিয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা। অন্যের বাড়িতে ঝিঁয়ের কাজে কোন স্বাধীনতা ছিল না। এখন তিনি নিজের খেয়াল-খুশি মত নিজের সকল কাজ করেন। রোকেয়ার স্বামীও এখন তাকে তার কাজে সাহায্য করেন। পেশা বদল যে তার জন্য উপযোগী ও মানানসই হয়েছে এ কথা বলাই যায়। বাড়ীতে বসে তার আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়ায় তিনি এখন অসহায় ও দরিদ্র মানুষেরও সহায়তা করে চলেছেন তিনি। নিজে আগে এই অবস্থায় ছিলেন বলে তিনি কোন মানুষ দরিদ্রের কষাঘাতে থাকুন এটা মন থেকে চান না কখনো। রোকেয়া বেগম বর্তমান সমাজের একটি আলোকিত উদাহরণ। এভাবে যদি কেউ তার মত পরিশ্রম ও উদ্যোগী হয় তবে তার জীবনেও এরুপ সফলতা আসতে পারে। যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিপতিত হলে শুধু হাত পা গুটিয়ে বসে না থেকে এ ধরনের আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যোগ হাতে নিয়ে সকল হতাশা দূর করা সম্ভব।

ইএসডিও'র তিন দশক উৎসবের ফটো গ্যালারী

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ৯ এপ্রিল, বিকেলে সংস্থার প্রধান কার্যালয় চত্বরে 'ইএসডি উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন করছেন সেইপ'র নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক ও অর্থ মন্ত্রানালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ।

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে কেক কাঁটছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার।

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মরণীকা ' সেই যে আমার নানা রঙ্গের দিনগুলি' এর মোড়ক উন্মোচন করছেন সেইপ'র নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক ও অর্থ মন্ত্রানালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদসহ আমন্ত্রিত অন্য অতিথিরা।

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ৯ এপ্রিল রাতে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১০ এপ্রিল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদকে ঠাকুরগাঁওয়ের একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য অপরাজেয়' ৭১ এর স্মারক উপহার দিচ্ছেন সংস্থার নিবার্হ পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১০ এপ্রিল প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর সৌম্য ব্রত গুহ।

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১০ এপ্রিল মঞ্চে ইএসডিও সম্মানা-২০১৭ প্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দ।

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১০ এপ্রিল মঞ্চে ইএসডিও সহযোগী কর্মসূচী সম্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দ।

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১০ এপ্রিল বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১০ এপ্রিল বক্তব্য রাখছেন সংস্থার পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার।

ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১০ এপ্রিল সংস্থার রাণীশংকৈল এরিয়া অফিসের শুভ দ্বারোদঘাটন করছেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের সভাপতি ও মানবীয় অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ।

ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় আদিবাসী ও দলিত উন্নয়ন ফোরামের আয়োজনে ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)' এর বাস্তবায়নে গত ১০ এপ্রিল সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এক জনসমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন সভাপতি ও মানবীয় অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ।

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর ত্রিশ বছর পূর্তির দিনে সকালে সারা দেশে সংস্থার সকল অফিসে একযোগে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে অন্য কার্যালয়গুলো জাতীয় সংগীত গায়। তারই চিত্র উপরে দেখা যাচ্ছে।

ইএসডিও তিন দশক পূর্তি

দ্য কমিটমেন্ট অব থ্রী ডিকেডস

সারা দেশে সংস্থার সকল কার্যালয়ে একযোগে জাতীয় সংগীত

৩০ বছরের প্রতিষ্ঠার বার্ষিকী পালন করেছে ইকো সোশ্যাল ডেভলমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। ৩ এপ্রিল, মঙ্গলবার সকালে ইএসডিও'র ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অধিবেশনে সারাদেশে অবস্থিত সংস্থার সকল কার্যালয়ে একযোগে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সূচনা হল। পরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'চেঞ্জ আওয়ার সেলভস, প্রমোট দ্যা কমিউনিটি অন সাসটেইন্যাবল ওয়ে, দ্যা কমিটমেন্ট অব থ্রী ডিকেডস' নামে এক কর্মসূচী পালন করা হয়। ওই কর্মসূচিতে সংস্থার পক্ষ থেকে ইএসডিও'কে 'গ্রীন ও ক্লীন' (সবুজ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন) রাখার অঙ্গীকার দেয় ইএসডিও'র সকল উন্নয়ন কর্মী। *বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায়*

'দক্ষ মানব গড়তে'

এসইআইপি'র সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেইপ) এর আওতায় পিকেএসএফ ও এইওএসআইবি-সেইপ এর অধীনে সমাপ্তকৃত কোর্স সমূহের সনদপত্র বিতরণ সোমবার (৯ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়। ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর প্রধান কার্যালয়ে চেতনা বিকাশ কেন্দ্রে (গোবিন্দ নগর, ঠাকুরগাঁও) ওই সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। যার আয়োজনে ছিল ইকো ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ইআইটি)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেইপ'র নির্বাহী পরিচালক ও অর্থ মন্ত্রানালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। অন্যান্যদের মধ্যে ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবু তোরাব মানিক, ঠাকুরগাঁও জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি রাজিউর রহমান রাজু উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেইপ'র নির্বাহী পরিচালক ও অর্থ মন্ত্রানালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ বলেন, দেশকে উন্নত করতে হলে কারিগরি শিক্ষাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। সনদ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমাদের পেছনে সরকার বিনিয়োগ করেছে। তবে তোমাদের কাছে সরকার কিছুই চাচ্ছে না।

যাত্রা হল শুরু...

রাজধানীতে ইএসডিও'র বাস্তবায়নে নতুন প্রকল্প

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর বাস্তবায়নকৃত ওয়াশ প্রকল্পের উদ্বোধন ঘোষনা করা হয় গত ৩০শে জুন। রাজধানী ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এর উদ্বোধন করা হয়। ওয়াটার এইডের সহযোগিতায় 'রাজধানীর মিরপুরে নিম্ন আয়ের গার্মেন্টস শ্রমিকদের জনবসতিতে ওয়াস সংকট মোকাবেলায়' ওই প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পটি ঢাকার মিরপুরের চারটি বস্তি ও পাঁচটি স্কুলের গার্মেন্টস কর্মীদের মধ্যে ধোয়ার সরঞ্জাম সরবারহ করবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন: ইএসডিও'র উপদেষ্টা ড. মো. আবুল হাশিম, এমবিবিএস, এমপিএইচ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিভাগের প্রাইমারী শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক মো. ইন্দু ভুজন দেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) ৬,৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রশিদা আক্তার ঝর্না। সাউথ এশিয়া এসওএস ম্যানেজার কাজী মো. ইকবাল হোসেন, ওয়াটারএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইন চার্জ আনোয়ার শিকদার। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরের ১০০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় ওই আকাশে, আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে' স্লোগানকে সামনে রেখে ইএসডিও'র তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে সংস্থার প্রভিডেন্ট ফান্ডের বার্ষিক সমন্বয় সভা ও নারী ফোরামের বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখছেন ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার।

প্রধান উপদেষ্টা
ড.মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও
উপদেষ্টা
সেলিমা আখতার, পরিচালক প্রশাসন, ইএসডিও
সম্পাদক মন্ডলী
মো: মশিউর রহমান, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও
মো: সৈয়দ মাহবুবুল আলম, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও
সম্পাদক
মো: আল হেলাল, মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও
সহকারী সম্পাদক
মো: নাদিমুল ইসলাম, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ইএসডিও

প্রকাশনায় : ইএসডিও, গোবিন্দনগর, কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও-৫১০০। ফোন: +৮৮-০৫৬১-৫২১৪৯, +৮৮-০১৭১৪০৬৩৩৬০, ফ্যাক্স: +৮৮-০৫৬১-৬১৫৯৯
ইমেইল: esdobangladesh@hotmail.com, ওয়েব সাইড: www. esdo.net.bd